দৈনিক খবর

তারিখ 26 OCT 1993
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

141

সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা না থাকায়

রাজশাহী বিভাগে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত

ঠাকুরগাঁ, ২৫শে অক্টোবর (সংবাদদাতা এস এম জসিম প্রেরিত) – প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক ও সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা না থাকায় রাজশাহী বিভাগে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। অথচ সরকারীভাবে এসব তদারকি করার জন্যে কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ মঞ্জুরী রয়েছে অনেক আগে থেকেই।

সরকার গত বছর প্রথম পর্যায়ে দেশের ৬৮টি থানায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। এ বছর সবক'টি থানাকে বাধ্যতামূলক কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। কিন্তু বাধ্যতামূলক করার আগে বিশেষ করে তদারকি কর্মকর্তা ও শিক্ষাদানের জন্য জনবল প্রয়োজন ছিল তা পূরণ করা হয়নি। ফলে বাধ্যতামূলক এই প্রাথমিক শিক্ষা সঠিকভাবে বাস্তবায়নে বিভিন্নভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে গ্রাম, ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, থানা ও জেলা পর্যায়ে সহযোগিতা কমিটি গঠন করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু এসব সমন্বয় বা তদারকি ও শিশুদের শিক্ষাদানের জন্যে যাদের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সে সব পদে লোকজন নেই।

রাজশাহী বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষা দফতরের একটি সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য মতে এই বিভাগের ১৬টি জেলায় ১৬জন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের স্থলে গত বছর পর্যন্ত ছিলেন ২ জন এবং এ বছর ১জন অবসর নেয়ায় বর্তমানে আছেন মাত্র ১ জন। প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ৮ জনের স্থলে বর্তমানে এই বিভাগে একজনও নেই। অন্য পদগুলোর মধ্যে সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসারের ১৬টি পদের মধ্যে কর্মরত আছেন ১৪ জন। পিটিআই সুপারের ১৬টি পদের মধ্যে কর্মরত আছেন ৫ জন, ইনস্ট্রাক্টরের ১শ' ৯২টি পদের মধ্যে কর্মরত আছেন ১শ' ৬৬ জন। থানা শিক্ষা অফিসারের ১শ' ২৪টি পদের মধ্যে কর্মরত আছেন ৯৩ জন। সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারের ৫শ' ২৫টি পদের মধ্যে কর্মরত আছেন ৪শ' ৩৫জন, উচ্চমান সহকারী ১৬টি পদের মধ্যে কর্মরত আছেন ৯ জন।

পাঠদানের জন্যে যাদের সর্বপ্রথম প্রয়োজন সে সব শিক্ষকের পদও রয়েছে দীর্ঘদিন থেকে শূন্য।

এসব কারণে রাজশাহী বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এসব বাধা দূর করা না হলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং দু' হাজার সালের মধ্যে সবার জন্যে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না বলে আশংকা করা হচ্ছে।